আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহর আলোকে ভোট

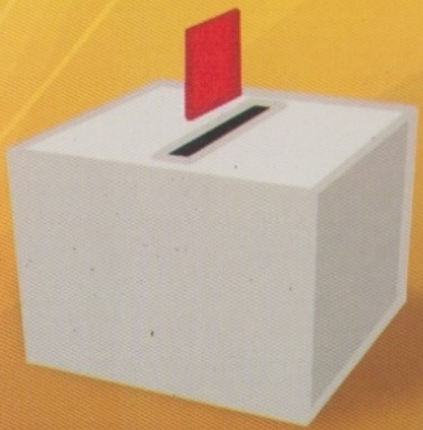

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া

আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহর আলোকে ভোট

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া

দি ইনডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক
আবুল আসাদ
চেয়ারম্যান, দি ইনডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম
৭৮ আউটার সার্কুলার রোড
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

গ্রন্থস্বত্ব : লেখকের

প্রকাশকাল : জুন, ২০১৪ খৃষ্টাব্দ
আষাঢ়, ১৪২১ বঙ্গাব্দ
শা'বান, ১৪৩৫ হিজরী

মুদ্রণ : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র

Al Quran o As Sunnahr Aloke Vote : Written by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan & Published by Abul Asad Chairman The Independent Study Forum 78 Outer Circular Road Moghbazar Dhaka-1217 First Edition June 2014 Price Taka 30.00 only.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

গণতন্ত্রের অনেক সমালোচনা আছে, কিন্তু গণতন্ত্রের বিকল্প নেই। গণতন্ত্রকে সফল করে থাকে ভোটারদের অবাধ ও সাগ্রহ অংশগ্রহণ এবং ভোটাধিকারের যথাযথ প্রয়োগ। উন্নয়নশীল কিংবা নতুন গণতন্ত্র বা কোন দেশের অধিকাংশ ভোটার দায়িত্বের ব্যাপারে অসচেতন হলে গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য মোটিভিশনের প্রয়োজন আছে। নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশন এ ক্ষেত্রে কিছু কাজ করে। তা যথেষ্ট নয়, যথোপযুক্তও নয়। অন্যদিকে নির্বাচনকারীরা তাদের প্রচার ও বক্তৃতায় এ সম্পর্কে কিছু বলে থাকেন বটে, কিন্তু তা রাজনৈতিক স্বার্থের ডামাঢোলে হারিয়ে যায়। সুতরাং মোটিভিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে শূন্যতা রয়েই গেছে। এই শূন্যতা পূরণে বক্ষমান **'আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহর আলোকে ভোট'** শীর্ষক বইটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বইটিতে ভোট কি, ভোটের গুরুত্ব, ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্ব, দায়িত্ব পালন না হলে তার কুফল, ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু যৌক্তিক আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে সব চেয়ে বড় কথা হল, ভোট ও ভোট সম্পর্কিত দায়িত্ব ও কর্তব্যকে বইটিতে ইসলামী জীবনযাত্রার মৌলিক বিষয়ের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। এ বিষয়ের উপর এমন সামগ্রিক আলোচনা সম্বলিত কোন বই বা আলোচনা আমার অন্তত নজরে পড়েনি। বইটি পাঠকদের কাছে সুখপাঠ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে বলে আমি মনে করি। সে দিক থেকে বইটি এক বিরাট শুন্যতা পূরণ করল। ভোট ও ভোটাধিকার বিষয়ে মানুষকে শুধু সচেতন নয়, ভোটাধিকারের যথাযথ প্রয়োগেও বইটি মানুষকে উজ্জীবিত করবে।

আবুল আসাদ
চেয়ারম্যান
দি ইন্ডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরাম, ঢাকা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ভূমিকা ॥ ৭
ভোট কী ॥ ৯
ভোট গ্রহণ ও প্রদানের শার'ঈ ভিত্তি ॥ ৯
ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকা যাবে কি ॥ ১২
আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব ॥ ১৪
ভোট বা রায় প্রদানের শার'ঈ নীতিমালা ॥ ১৫
ভোট একটি আমানাত ॥ ১৬
ভোট দান ও সাক্ষ্য দান ॥ ১৯
মিথ্যা সাক্ষ্য দানের ভয়াবহ পরিণাম ॥ ২১
নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ॥ ২৩
সৎ নেতৃত্ব কেন লাগবে ॥ ২৫
সৎ নেতৃত্ব যে কোন কল্যাণ রাষ্ট্রের অন্যতম পূর্বশর্ত ॥ ২৬
সকল প্রার্থীই তো অসৎ, তাহলে কী করব ॥ ২৭
কারো ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তির কৃতকর্মের দায়ভার উক্ত ভোটদানকারীর উপরও বর্তায় ॥ ২৯
ভোট বা রায় প্রদানে বিবেচ্য বিষয় ॥ ৩২
ভোট গ্রহণ ও প্রদান প্রক্রিয়াও পরামর্শ গ্রহণের নামান্তর ॥ ৩৪
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে পরামর্শ গ্রহণের উদাহরণ ॥ ৩৫
সাহাবীদের সময়ে পরামর্শ গ্রহণের উদাহরণ ॥ ৩৫
সামষ্টিক বিষয়ে পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ ॥ ৩৬
মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চাওয়া যাবে না ॥ ৩৭
ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধি সকলেরই প্রতিনিধি ॥ ৩৮
উপসংহার ॥ ৩৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ ، وَ مَنِ اهْـــتَدَى بِهَدْيِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيـــنِ . أَمَّا بَعْدُ :

ভূমিকা

মত প্রকাশের একটি অন্যতম প্রক্রিয়া হিসেবে ভোট প্রত্যেকটি মানুষের কাছে অতীব পরিচিত বিষয়। কেউ কেউ ইসলামের সাথে এর কোন বিরোধ দেখতে পান না। আবার কেউ কেউ ভোটের সাথে ইসলামকে জড়ানোকে অনুচিত মনে করেন। ইসলামের বিধি-বিধান সকল ক্ষেত্রেই মেনে চলার তাকিদ অনুভব করলেও তারা ভোটকে একটি নিরেট রাজনৈতিক বিষয় হিসেবে দেখেন। এ কারণে তাদের কেউ কেউ ভোট চাওয়া ও ভোট দেয়াকে হারাম বলেও ফাতওয়া দিয়ে থাকেন। এমনকি যারা ভোটাভুটিতে ধর্মীয় চেতনা নিয়েই অংশগ্রহণ করতে চান তাদেরকে এরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার দায়ে অভিযুক্ত করে থাকেন। অনেকে আবার এ বিষয়ে এতটা কট্টর অবস্থানে না গেলেও ভোট প্রার্থীদের অসততার দোহাই দিয়ে ভোট দান থেকে বিরত থাকতে চান। এমতাবস্থায় আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহর আলোকে এ বিষয়টির প্রকৃত সমাধান খুঁজতেই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

বইটির পাণ্ডুলিপি পড়ে দি ইনডিপেনডেন্ট স্টাডি ফোরামের সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আবুল আসাদ একে অত্যন্ত চমৎকার ও সময়োপযোগী বলে মন্তব্য করেছেন এবং তা প্রকাশ করতে সম্মত হয়েছেন। আমি তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ভোটাধিকার প্রয়োগের গুরুত্ব অনুধাবনে বইটি পাঠকদের জন্য সহায়ক হলে আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। সুধী পাঠকবৃন্দের সুচিন্তিত পরামর্শ আমাকে আরো অনুপ্রাণিত করবে নিশ্চয়ই।

ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া
ঢাকা, মে ২০১৪

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভোট কী?

Vote ইংরেজী ভাষার শব্দ। বাংলা ভাষায়ও শব্দটির বহুল প্রচলন রয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ হলো-voice বা মত প্রকাশ করা। Expression of will by a majority অধিকাংশ কর্তৃক মত প্রকাশের পন্থাই হলো ভোট। ভোটদাতা বা মত প্রকাশের অধিকারী ব্যক্তিকে বলা হয় voter, one who votes, one who has the right to vote নির্বাচক বা ভোট দেয়ার অধিকারী ব্যক্তি।[১] ভোট হলো মতামত প্রদান ও গ্রহণের একটি সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতি। বিশেষ কোন পদবী কিংবা বিশেষ কোন দায়িত্বে কাউকে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহণের এটি একটি স্বীকৃত পন্থা হিসেবে বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রচলিত। বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার পালাবদলের জন্য ভোট হলো বিশ্বব্যাপী প্রচলিত একটি সাধারণ পদ্ধতি।

ভোট গ্রহণ ও প্রদানের শার'ঈ ভিত্তি

ইসলামী শারী'আতের দৃষ্টিতে ভোট গ্রহণ ও প্রদান একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সংগে সম্পাদনের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। সাধারণতঃ ভোট গ্রহণ ও প্রদান করা হয় কোন সামষ্টিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য। আর যেখানেই অন্যের স্বার্থ জড়িত আছে সেখানেই ইসলাম সমধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। এ প্রসঙ্গে আমি প্রথতমঃ আলকোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি উপস্থাপন করতে চাই। মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ كُوْنُواْ قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْراً.

ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইনসাফের পতাকাবাহী ও

---

১. A.T.Dev, Students' Favourite Dictionary (English to Bangali & English), P.1409

www.pathagar.com

আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা (তোমাদের ইনসাফ ও সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে অথবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। সে ধনী হোক বা গরীব হোক (তা বিবেচনার বিষয় নয়), আল্লাহ তোমাদের চেয়ে বেশি তাদের হিতকামী। কাজেই নাফসের তাবেদারী করতে গিয়ে ইনসাফ থেকে বিরত থেকো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল বা সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাও তাহলে জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।[২]

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদেরকে যেসব বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে তা হলো-

- সত্যের পক্ষে অবস্থান নেয়া আল্লাহর নির্দেশ। সুতরাং এ নির্দেশ পালন করা অপরিহার্য।
- আল্লাহর জন্যে (সত্যের পক্ষে) সাক্ষী হতে হবে।
- নিজের আপনজনের বিপক্ষে গেলেও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া চলবে না।
- প্রবৃত্তির অনুসরণ তথা শারী'আতের নির্দেশনার বিপক্ষে নিজের ব্যক্তিগত মতামতকে প্রাধান্য দেয়া যাবে না।

উপরোক্ত আয়াতের আলোকে একথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সামষ্টিক কোন বিষয়ে যখন মু'মিনদের কাছে মতামত চাওয়া হয় তখন তাদের উচিত নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ কিংবা কল্যাণ চিন্তা না করে সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া। অর্থাৎ যা সত্য ও সকলের জন্য কল্যাণকর তা যদি ব্যক্তির নিজের কিংবা তার কোন আপনজনের স্বার্থের বিপক্ষেও যায়, তথাপি তাকে সেই বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে সত্যের পক্ষেই মতামত প্রদান করতে হবে। আয়াতে এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, যারা এর ব্যতিক্রম করে আল্লাহ তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত।

উক্ত আয়াতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, এখানে মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে প্রথমেই সত্যের পক্ষে দৃঢ় থাকতে বলা হয়েছে। জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে সত্যের উপর দৃঢ় থাকা হলো আল্লাহর জন্য সাক্ষী হওয়া। কেননা আল্লাহ সর্বদাই

---

২. আলকোরআনঃ সূরা আন্‌নিসা, ৪:১৩৫

www.pathagar.com

সততার পক্ষে অবস্থান নেন। অত:পর আয়াতের শেষাংশে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার কথা বলে অন্য একটি বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। তা হলো, মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে যে তারা যথাসম্ভব নিজের কিংবা নিজের পরিজনের স্বার্থের বিপক্ষে অবস্থান নিতে চায় না। এ কারণেই নিজের আত্মীয় কিংবা এলাকার প্রার্থীকে কম যোগ্য জানা সত্বেও সে তার পক্ষেই ভোট দিতে তৎপর হয়। ফলশ্রুতিতে সে দুনিয়ার হীন স্বার্থ আদায়ে সক্ষম হলেও পরকালীন বিচারে আল্লাহর কাছে তাকে জবাবদিহি করতেই হবে। আর এ কথাই আয়াতের শেষাংশে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, প্রবৃত্তির তাড়নায় তোমরা যে এর ব্যতিক্রম করে থাক আল্লাহ সে সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত আছেন।

ভোট গ্রহণ ও প্রদানের শার'ঈ ভিত্তি আলোচনায় দ্বিতীয়ত: আমি মহাগ্রন্থ আলকোরআনের আরেকটি আয়াত উপস্থাপন করতে চাই। আর তা হলো মহান আল্লাহর বাণী:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ.

আর নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সাথে সহযোগিতা কর। গোনাহের কাজ ও বাড়াবাড়িতে একে অপরকে সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠোর।[৩]

উপরোক্ত আয়াতে মহান রাব্বুল 'আলামীন আমাদেরকে সৎ কাজ ও কল্যাণের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করার আদেশ করেছেন এবং অসৎ কাজ ও সীমালংঘনের ক্ষেত্রে একে অপরকে সহযোগিতা না করার আহ্বান জানিয়েছেন। অতএব, ভাল কাজ নিজে করা যেমন জরুরী, অন্যকে করতে সহযোগিতা করাও তেমনি জরুরী। আবার মন্দ কাজ নিজে না করা যেমন জরুরী, অন্যকে করতে না দেয়াও তেমনি জরুরী। উপযুক্ত প্রার্থীকে ভোট প্রদানের মাধ্যমে মূলত: নেক কাজ ও কল্যাণের ব্যাপারেই পরস্পরকে সহযোগিতা করা হয়।

তৃতীয়ত: এ প্রসঙ্গে মহাগ্রন্থ আলকোরআনের আরেকটি আয়াত উপস্থাপন করতে চাই। আর তা হলো মহান আল্লাহর বাণী–

---

৩. আলকোরআন: সূরা আলমায়িদাহ, ৫:২

www.pathagar.com

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعاً بَصِيْراً.

(হে মুসলিম সমাজ!) আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন, সব রকম আমানাত আমানাতদার লোকদের হাতে তুলে দাও। আর যখন লোকদের মধ্যে ফায়সালা করবে তখন ইনসাফের সাথে করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে অত্যন্ত ভালো উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছুই শুনেন ও দেখেন।[৪]

এ আয়াতের বক্তব্য এবং পূর্বাপর আলোচনা থেকে একথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এখানে সব ধরনের আমানাতের মাঝে বিশেষভাবে ভোটের আমানাত তথা দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব অর্পণের হিদায়াত প্রদান করা হয়েছে। এর আগের আয়াতে বানী ইসরাঈলের পাপাচারিতা এবং হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে বনী ইসরাঈলের পাপাচারিতা ও অবাধ্যতা থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বানী ইসরাঈল তাদের পতন যুগে আমানাতসমূহ অর্থাৎ দায়িত্বের পদ এবং ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জাতীয় কর্তৃত্বের মর্যাদা ও দায়িত্ব অযোগ্য, চরিত্রহীন, নীতিহীন, বিশ্বাসঘাতক, পাপী ও ব্যভিচারী লোকদের হাতে তুলে দিত। ফলে খারাপ লোকদের নেতৃত্বে গোটা জাতি খারাপের পথে চলতে লাগলো। আলোচ্য আয়াতে মুসলিমদেরকে এই উপদেশ দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা এরূপ দায়িত্বহীন কাজ করো না। কারো সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব বা শত্রুতা থাকুক, সব অবস্থায়ই তোমরা যখন মতামত প্রদান করবে ইনসাফের সাতে মতামত প্রদান কর।

ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকা যাবে কি?

কোন নির্দিষ্ট পদের জন্য কারো পক্ষে ভোট দেয়ার অর্থ হলো ঐ ব্যক্তির পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া এবং তার বিপক্ষীয় প্রার্থীদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়া। কারো পক্ষে সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকার মানে হলো তার বিপক্ষীয়দের বিপক্ষে সাক্ষী দেয়া থেকেও বিরত থাকা। সত্যের পক্ষে সাক্ষী দেয়া যত জরুরী, অসত্যের বিপক্ষে সাক্ষী দেয়া তার চেয়ে আরো বেশি জরুরী। কেননা, সৎ প্রার্থীকে ভোট

---

৪. আলকোরআনঃ সূরা আন্‌নিসা, ৪:৫৮

www.pathagar.com

দিলে তার বিজয়ের সম্ভাবনা বাড়ে, আর অসৎ প্রার্থীর বিজয়ের সম্ভাবনা কমে। আবার সৎ প্রার্থীকে ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকলে তার বিজয়ের সম্ভাবনা কমে যায় এবং অসৎ প্রার্থীর বিজয়ের পথ প্রশস্ত হয়। আর একথা নি:সন্দেহে সত্য যে, সৎ প্রার্থীর বিজয় নিশ্চিত করার চেয়ে অসৎ প্রার্থীর বিজয় ঠেকানো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণেই ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকার তো কোন প্রশ্নই উঠে না, বরং সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে পূর্ণ ঈমানী অনুভূতি নিয়েই ভোট প্রদান করা উচিত।

ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকা সাক্ষ্য গোপন করার শামিল। সাক্ষ্য গোপন করলে যেমন সত্যের অপমৃত্যু হয়ে অসত্যের বিজয় হয়ে যেতে পারে, ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকলেও তেমনি সৎ ও যোগ্য প্রার্থীর পরাজয় নিশ্চিত হয়ে উঠতে পারে এবং তদস্থলে অসৎ ও অযোগ্য প্রার্থী নির্বাচিত হয়ে যেতে পারে। তাই ভোট প্রদান করাও সাক্ষ্য দেয়ার মত সমান গুরুত্বের দাবী রাখে। আর ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকার পরিণতিও সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিরত থাকার ন্যায় ভয়াবহ। সম্ভবত: এ কারণেই মহান আল্লাহ আমাদেরকে সাক্ষ্য গোপন করতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ.

আর তোমরা কখনো সাক্ষ্য গোপন করো না। যে সাক্ষ্য গোপন করে তার মন গোনাহে লিপ্ত। আল্লাহ তোমাদের আমল সম্বন্ধে জানেন।[৫]

এ আয়াতের আলোকে আমরা একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে, ভোট দান থেকে বিরত থাকার কোনই সুযোগ নেই। কেননা ভোট দান থেকে বিরত থাকা মানেই হলো সাক্ষ্য দান থেকে বিরত থাকা। উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ সাক্ষ্য দান থেকে বিরত থাকতে বারণ করেছেন। সুতরাং ভোট দানের ব্যাপারে নিজে উদ্যোগী হওয়া, সমাজের অন্যদেরকে উৎসাহিত করা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া এবং সহযোগিতা করা আমাদের সকলের নৈতিক দায়িত্ব। আর এ দায়িত্বে অবহেলার ক্ষতি শুধু ব্যক্তির নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজের অন্যান্যদের উপরও বর্তায়।

---

৫. আলকোরআন: সূরা আলবাকারাহ, ২:২৮৩

www.pathagar.com

আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব

আজকাল আমাদের সমাজের একটি বহুল প্রচলিত শ্লোগান হলো-'আমার ভোট আমি দেব, যাখে খুশি তাকে দেব'। ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে অনেকে বেশ জোর গলায় এই শ্লোগানটি উচ্চারণ করে থাকেন। অধুনা গণতান্ত্রিক সমাজে এ ধরনের শ্লোগান উচ্চারিত হতে পারে বৈকি! তাছাড়া একজন নাগরিকের ভোটাধিকারের নৈতিক ভিত্তি চিন্তা করলে বাহ্যত এই শ্লোগানে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু একজন মু'মিন তার ঈমানী দৃষ্টিভঙ্গির উপর অটল থেকে কখনো এরূপ শ্লোগান দিতে পারে না। কেননা কাউকে ভোট দেয়া বা না দেয়ার ব্যাপারে ইসলাম তাকে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে। তাই সে যে কোন পদের জন্য নিজের খুশীমত যে কাউকে ভোট দিতে পারে না, কিংবা যে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে প্রচারণায় অংশ নিতে পারে না। এক্ষেত্রে তাকে আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহয় বর্ণিত নীতিমালার আলোকে যে কোন একজনের পক্ষ নিতে হয়।

অতএব উপরোক্ত শ্লোগানের প্রথম অংশে যা বলা হয়েছে তা নি:সন্দেহে সত্য এবং এটি একজন মু'মিনের সঠিক দায়িত্বানুভূতির যথার্থ ঘোষণার বহি:প্রকাশ বটে। কিন্তু শ্লোগানের দ্বিতীয় অংশটি যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে সত্য নয়। বরং এখানে তা এভাবে হওয়া উচিত যে– আমার ভোট আমি দেব, 'যাকে দেয়া উচিত তাকেই দেব'। এভাবে শ্লোগানটি দিলে শার'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এর মধ্যে আর কোন আপত্তি থাকতে পারে না। বরং এর মাধ্যমে প্রকৃত ঈমানদারের ঈমানী অনুভূতিই প্রকাশ পায়। সে তার এই শ্লোগানের মাধ্যমে সত্যের পথে নিজের বলিষ্ঠ ভূমিকার প্রত্যয় ঘোষণা করে। সে অকপটে জানিয়ে দেয় যে, আমার প্রতি রায় প্রদানের যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা আমি পালন করবই। এক্ষেত্রে আমি পরিপূর্ণ সতর্কতা ও সততার আশ্রয় নেব। কোন প্রকার হুমকি-ধমকি আমাকে রায় প্রদান থেকে বিরত রাখতে পারবে না, আবার কোন প্রকার প্রলোভন আমাকে আমার স্বাধীন মতামত প্রদান থেকে বিচ্যুতও করতে পারবে না। কিংবা কোন প্রার্থীই সৎ বা যোগ্য নয়- এই অজুহাতেও আমি ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকব না। কেননা যারা প্রার্থী রয়েছে তাদেরই ভিতর থেকে যিনি অপেক্ষাকৃত সৎ ও যোগ্য তাকেই ভোট দেয়া আমার কর্তব্য। এর ব্যতিক্রম করলে আমি আমার ভোট দানের আমানাত যথার্থরূপে আদায় করতে পারব না। অপরদিকে অপেক্ষাকৃত কম সৎ ও কম যোগ্য লোকটিই নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে।

www.pathagar.com

ভোট বা রায় প্রদানের শার'ঈ নীতিমালা

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা স্বাভাবিকভাবেই একথা বুঝে নিতে পারি যে, ভোট বা রায় প্রদান একটি শারী'আত সম্মত বিষয়। এমনকি এটি ক্ষেত্র বিশেষে ফারয বা অত্যাবশ্যকীয় বলে বিবেচিত। প্রসংগত আমরা ইসলামী শারী'আতের একটি সূত্রের কথা উল্লেখ করতে চাই। সূত্রটি নিম্নরূপ:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ.

অর্থাৎ যা না করলে কোন কর্তব্য সম্পাদন করা যায় না, তা করাও কর্তব্য। অন্য কথায়- যে কাজ না করলে কোন ফারয কাজ সম্পাদন করা যায় না, সে কাজটি করাও ফারয। আবার যে কাজটি না করলে কোন সুন্নাত কাজ করা যায় না, সে কাজটি করাও তেমনি সুন্নাত। অর্থাৎ যে কোন কাজের গুরুত্বের আলোকে কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোরও গুরুত্ব হয়ে থাকে। এ হিসেবে ভোট বা রায় প্রদানের বিষয়টিও সেভাবে গুরুত্বের দাবীদার। কেননা ভোটের পরবর্তী ফলাফল মানব জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার ক্ষেত্রেও এর প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব থাকতে পারে। ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা, সামাজিক জীবনকে ইসলামের অনুকূলে ঢেলে সাজানো এবং বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যেহেতু ইসলামী শারী'আতের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ, তাই যথাস্থানে ভোট বা রায় প্রদানের মাধ্যমে এহেন পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ করাও ইসলামী শারী'আতের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ।

আর ভোট বা রায় প্রদানের প্রক্রিয়াতেই বর্তমান সময়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল কিছু সম্পাদিত হয়ে থাকে, বিশেষ করে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল প্রকার কর্মকান্ড পরিচালিত হয়ে থাকে এবং সর্বস্তরের নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়ে থাকে। এমনকি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও এর প্রভাব পড়ে। তাই ইসলামী শারী'আতের দৃষ্টিতে ভোট বা রায় প্রদানে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং এ বিষয়টিকে ঐচ্ছিক মনে না করে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। কেননা, নেতার চরিত্রের প্রভাব জনগণের মাঝে পড়ে থাকে। নেতার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে জনগণও তারই আদর্শে আদর্শবান হয়ে থাকে। এ প্রসংগে আরবী ভাষায় একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ রয়েছে। তা হলো (اَلنَّاسُ عَلَى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ) অর্থাৎ মানুষেরা তাদের

www.pathagar.com

নেতার আদর্শ অনুসরণ করে থাকে। অন্যকথায়, যে জাতি যত উন্নত তাদের নেতাও তত উন্নত। আবার যে নেতা যত আদর্শবান তার অনুসারীরাও তত আদর্শবান।

ভোট একটি আমানাত

সাধারণভাবে আমানাত বলা হয় এমন কোন মূল্যবান গচ্ছিত বস্তুকে, যা কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির কাছে জমা রাখা হয়। যেন সে বস্তুটিকে যথাসময়ে কেবল এর মালিককেই অর্পণ করে, অন্য কাউকে নয়। আর মালিকের অনুমতি বিহীন তা অন্য কাউকে দিয়ে দেয়াকে আমানাতের লংঘন বা খিয়ানাত বলা হয়। ইসলামী শারী'আতের দৃষ্টিতে এবং সামাজিকভাবেও এটি এক জঘণ্য অপরাধ বলে গণ্য। আলকোরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহ এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না। আর নিজেদের আমানাতের ব্যাপারে, তোমরা জেনে শুনে বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিও না।[৬]

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, তারা যেন সকল প্রকার আমানাতকে সংরক্ষণ করে এবং কোন আমানাতের যেন খিয়ানাত না করে। এতে বুঝা যায় যে, সব ধরনের আমানাত রক্ষা করা ঈমানের দাবী। আর আমানাতের ক্ষেত্রে যে কোন প্রকার খিয়ানাত করা ঈমানের পরিপন্থী কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে আমানাত সংরক্ষণ করাকে ঈমানের সাথে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে-

عن أنس بن مالك قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِي الْخُطْبَةِ: لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ .

৬. আলকোরআন: সূরা আলআনফাল, ৮:২৭

www.pathagar.com

আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বললেন: 'যার আমানাতদারী নেই, তার ঈমান নেই। আর যে ওয়াদা রক্ষা করে না, সে দীনদার নয়'।[৭]

ভোট দান করাও একটি সুস্পষ্ট আমানাত। এর মাধ্যমে যেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরাট কল্যাণ ও সুখ নিশ্চিত হতে পারে, তেমনি পারে অকল্যাণ ও অধ:পতনের দ্বার উন্মুক্ত হতে। অতএব ভোট প্রদানের যে আমানাত আমাদের উপর রয়েছে তা যেন আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পালন করে চলি। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর দায়িত্বশীল নিয়োগের ব্যাপারে ভোট প্রদানের এ আমানাতকে যথাস্থানে প্রয়োগের নির্দেশ প্রদান করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعاً بَصِيْراً.

(হে মুসলিম সমাজ!) আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিচ্ছেন, সবরকম আমানাত আমানাতদার লোকদের হাতে তুলে দাও। আর যখন লোকদের মধ্যে ফায়সালা করবে তখন ইনসাফের সাথে করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে অত্যন্ত ভালো উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও দেখেন।[৮]

ইতিপূর্বে বানী ইসরাঈলের পাপাচারিতা এবং হিদায়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার আলোচনা করা হয়েছে। আর এর বিপরীতে বানী ইসমাঈলের ঈমানের বর্ণনা এবং তাদের সৌভাগ্যশালী হওয়ার ইঙ্গিত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে বানী ইসরাঈলের পাপাচারিতা ও অবাধ্যতা থেকে আমাদেরকে বেঁচে থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর উপদেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা এরূপ দায়িত্বহীন কাজ করো না। বানী ইসরাঈলের আরেকটি দুর্বলতা ছিল এই যে, তাদের মধ্য থেকে ইনসাফের চেতনা সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গিয়েছিল। কোনমতে নেতৃত্বে সমাসিন হতে পারলে ইনসাফের গলায় ছুরি চালাতে তারা মোটেও পরওয়া করত

---

৭. সাহীহ ইবন হিব্বান, খ. ১, পৃ. ৪২২, হাদীস নং- ১৯৪

৮. আলকোরআন: সূরা আন্‌নিসা, ৪:৫৮

www.pathagar.com

না। তাই আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা এরকম অবিবেচক হয়ো না। কারো সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব বা শত্রুতা যাই থাকুক, সব অবস্থায়ই তোমরা যখন কোন কথা বলবে ইনসাফের সাথে কথা বলো। যখন মতামত প্রদান করবে ইনসাফের সাথে মতামত প্রদান কর এবং যখন কোন বিষয়ে ফায়সালা করবে তখন ন্যায় বিচার করবে।

এমনিভাবে এ আয়াতে পরোক্ষে ভোটের আমানাতের কথা যথাযথ স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর পরের আয়াতে আবার এসব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তথা দায়িত্বশীল বা আদেশকর্তার আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ দায়িত্বশীল মনোনয়ন করতে হবে সম্পূর্ণ আমানাতদারীর সাথে। আর মনোনীত হয়ে যাওয়ার পর যতক্ষণ তিনি (দায়িত্বশীল) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পথে থাকবেন, ততক্ষণ অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করে চলতে হবে। আর যদি তিনি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হন, তাহলে আর তাঁর আনুগত্য নয়।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, কোন দায়িত্বশীল যখন আনুগত্য পাওয়ার অনুপযুক্ত হন, তখন তিনি নিজেও গোমরাহীর পথে অগ্রসর হন এবং অধীনস্থদেরকেও বিপথগামীতার দিকে ঠেলে দেন। এ কারণেই দায়িত্বশীল নিয়োগের এ আমানাত তথা ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসটিও প্রনিধানযোগ্য:

عن أبي هُرَيْرَةَ قال: بَيْنَمَا النبي صلى الله عليه وسلم في مَجْلِسٍ يحدث الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فقال مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بَعْضُ الْقَوْمِ سمع ما قال فَكَرِهَ ما قال وقال بَعْضُهُمْ بَلْ لم يَسْمَعْ حتى إذا قَضَى حَدِيثَهُ قال أَيْنَ أُرَاهُ السَّائِلُ عن السَّاعَةِ قال هَا أنا يا رَسُولَ اللَّهِ قال فإذا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قال كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قال إذا وُسِّدَ الْأَمْرُ إلى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক বৈঠকে ছিলাম। তিনি তখন লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছিলেন। এমন সময় একজন বেদুইন লোক

www.pathagar.com

এসে প্রশ্ন করল যে, কিয়ামাত কবে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশ্ন শুনেও বক্তব্য অব্যাহত রাখলেন। কেউ কেউ তখন বলাবলি করতে লাগল যে, তিনি লোকটির কথা শুনেছেন কিন্তু তা অপছন্দ করেছেন। আবার কেউ কেউ বললো যে, তিনি তা শুনেনইনি। অত:পর বক্তব্য শেষে তিনি বললেন: কিয়ামাত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? লোকটি বললো: এই তো আমি, হে আল্লাহর রাসূল। তখন তিনি বললেন: যখন আমানাতদারী হারিয়ে যাবে তখনই তুমি কিয়ামাতের জন্য প্রস্তুত থেকো। লোকটি বললো: আমানাত হারিয়ে যাওয়া কিভাবে বুঝব? তিনি বললেন: যখন দায়িত্ব পালনের অযোগ্য লোকদেরকে দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয় তখনই কিয়ামাতের শংকা করো।[৯]

এ হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ভোট প্রদান করা একটি স্পষ্ট আমানাত। উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভোট প্রদানের মাধ্যমে এ আমানাত রক্ষা করতে হবে। জেনে শুনে এর ব্যত্যয় ঘটানো কিয়ামাতের আলামাত বলে গণ্য। এ আমানাতের ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন যতই বাড়তে থাকবে ততই আমরা কিয়ামাতের দিকে এগুতে থাকব।

ভোট দান ও সাক্ষ্য দান

কোন ব্যক্তির পক্ষে সাফাই গাওয়া কিংবা তার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করার একটা সাধারণ রেওয়াজ আমাদের সমাজে চালু আছে। আর এই সাক্ষ্য কিংবা সাফাইয়েরই আরেকটি পরোক্ষ রীতি হলো ভোটের মাধ্যমে গোপনে তার পক্ষে মত প্রদান করা। লক্ষ্য উদ্দেশ্যগত দিক থেকে এ দু'য়ের মধ্যে কার্যত কোন তফাত নেই। একটি প্রকাশ্যে মৌখিকভাবে করা হয়, আর অন্যটি গোপনে লিখিত আকারে করা হয়। সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আলকোরআনে এবং মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ كُوْنُواْ قَوَّامِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِيْنَ إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللّهُ أَوْلَى

[৯] সাহীহুল বুখারী, কিতাবুল 'ইলম, খ. ১, পৃ. ৩৩

www.pathagar.com

بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْراً.

ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ইনসাফের পতাকাবাহী ও আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষ্যদাতা হও, যদিও তা (তোমাদের ইনসাফ ও সাক্ষ্য) তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে অথবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে যায়। সে ধনী হোক বা গরীব হোক (তা বিবেচনার বিষয় নয়), আল্লাহ তোমাদের চেয়ে বেশি তাদের হিতকামী। কাজেই নাফসের তাবেদারী করতে গিয়ে ইনসাফ থেকে বিরত থেকো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল বা সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাও তাহলে জেনে রাখ, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।[১০]

উক্ত আয়াতে প্রথমতঃ ইনসাফ ও সাক্ষ্যদান এ দু'টি গুণে গুণান্বিত হতে বলা হয়েছে। এ গুণ দু'টো একটি আরেকটির পরিপূরক। অর্থাৎ যারা ইনসাফকারী তারাই আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষ্যদানে সক্ষম। আর যারা আল্লাহর জন্যে সাক্ষ্যদানকারী তারাই মূলতঃ ইনসাফকারী। অন্যকথায়, ইনসাফের দাবিই হলো যথার্থরূপে সাক্ষ্যদান, আর যথাযথ সাক্ষ্যদানই হলো প্রকৃত ইনসাফ। এরপর এই ইনসাফ এবং সাক্ষ্যদানের নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ইনসাফের দাবি হলো– যা সত্য তা অকপটে স্বীকার করা, যদিও তা নিজের, আপন পিতামাতার কিংবা অন্য কোন আপনজনের বিরুদ্ধেও হয়। সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করাকে উক্ত আয়াতে প্রবৃত্তির অনুসরণ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর এই প্রবৃত্তির অনুসরণই হলো ইনসাফ থেকে বিরতকারী উপাদান। যারা নিজেদের প্রবৃত্তির চাহিদাকে পূরণ করতে গিয়ে ইনসাফ থেকে দূরে থাকে মহান আল্লাহ তাদের সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত।

উল্লেখ্য যে, আয়াতে বর্ণিত সাক্ষ্যদানের এ নীতিমালা ভোটদানের বেলায়ও সমভাবে প্রযোজ্য। ভোট দানের বেলায় প্রার্থীর সততা ও যোগ্যতা বিচার না করে তার আত্মীয়তা ও দলীয় পরিচয় বিবেচনায় আনা যেমনিভাবে মিথ্যা সাক্ষ্যদানের নামান্তর, তেমনি তা ইনসাফেরও পরিপন্থী। যিনি সৎ এবং যোগ্য তাকে ভোট

---

১০. আলকোরআনঃ সূরা আন্‌নিসা, ৪:১৩৫

www.pathagar.com

প্রদান করাই হলো আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষ্য দান এবং তার পক্ষে ভোট দেয়াই হলো ইনসাফের দাবি।

পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আমরা লক্ষ্য করি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاء مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَتُرِيدُوْنَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً.

ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা মু'মিনদেরকে ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহর জন্য তোমাদের বিপক্ষে কোন স্পষ্ট দলিল সাব্যস্ত করতে চাও?[১১]

উক্ত আয়াতে মু'মিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফিরদের পক্ষাবলম্বনকে আল্লাহর বিরুদ্ধে সুস্পষ্টভাবে অবস্থান নেয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। কাজেই সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে আত্মীয়তা কিংবা দলীয় বিবেচনার আলোকে অসৎ ও অযোগ্য ব্যক্তির পক্ষাবলম্বন করাও তেমনি আল্লাহর বিরুদ্ধে অবস্থানেরই শামিল।

মিথ্যা সাক্ষ্য দানের ভয়াবহ পরিণাম

সাক্ষ্য দান একটি আমানাত এবং পূণ্যের কাজ। আর মিথ্যা সাক্ষ্য দান হলো সেই আমানাতের খিয়ানাত এবং মারাত্মক পাপের কাজ। আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহয় তাই এটি সম্পাদনের ব্যাপারে যত্নবান হতে আদেশ করা হয়েছে। এতে কোন পক্ষপাত বা হেরফের যেন না হয় সে ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। আর যথার্থ ব্যক্তিকে ভোট না দেয়ার অর্থ হলো তার ব্যাপারে অযোগ্যতার মিথ্যা অপবাদ দেয়া এবং অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতার সাফাই গাওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ . قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ وما هُنَّ ؟ قال: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يوم الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.

---

১১. আলকোরআন: সূরা আন্‌নিসা, ৪:১৪৪

www.pathagar.com

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক বস্তুকে পরিহার করে চল। (অর্থাৎ সাতটি ধ্বংসাত্মক আচরণ থেকে নিজেদের রক্ষা কর।) জিজ্ঞেস করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল সেগুলো কী? তিনি বললেন : আল্লাহর সাথে শরীক করা, যাদু করা, অন্যায়ভাবে কোন প্রাণীকে হত্যা করা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের সম্পদ খাওয়া, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং চরিত্রবান ও সৎ মু'মিন নারীকে ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ দেয়া।"[১২]

এ হাদীসে চরিত্রবান নারীকে দু:শ্চরিত্রের যে অপবাদ দেয়ার কথা বলা হয়েছে এটিই হলো মিথ্যা সাক্ষ্য দান। এরূপ মিথ্যা সাক্ষ্য দান মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। এর মাধ্যমে সততা ভুলুণ্ঠিত হয় আর মিথ্যার জয় হয়। মিথ্যাবাদীকে সমর্থন দেয়া হয় ও উৎসাহিত করা হয়। আর সত্যবাদীর বিরোধিতা করা হয় ও তাঁকে নিরুৎসাহিত করা হয়। সেই সাথে তাঁর অধিকারকেও হরণ করা হয়।

অতএব জেনে শুনে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া যেমন অপরাধ, নির্বাচনে জেনে বুঝে কোন অসৎ প্রার্থীকে ভোট প্রদান করাও তেমনি অপরাধ। মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে যেমন অন্যের অধিকারকে হরণ করা হয়, অসৎ প্রার্থীকে ভোট দেয়ার মাধ্যমেও তেমনি অন্যের অধিকারকে হরণ করা হয়। মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে যেমন নিরপরাধ মানুষের ক্ষতি করা হয়, অসৎ প্রার্থীকে ভোট দেয়ার মাধ্যমেও তেমনি সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে বঞ্চিত করা হয় এবং তার যোগ্যতা ও সততার সুফল প্রাপ্তি থেকে সমাজের মানুষকে বঞ্চিত করা হয়। ফলশ্রুতিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়। এ কারণেই সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে হাদীসের গ্রন্থগুলোতে আলাদা অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে। সেখানে সাক্ষ্য দানের গুরুত্ব, সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত, সাক্ষীর গুণাবলী ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে।

কাজেই ভোট দানের মাধ্যমে আমরা কোন ব্যক্তির স্বপক্ষে যে সাক্ষ্য প্রদান করে থাকি, তার ব্যাপারে আমাদের খুবই সতর্ক হওয়া উচিত। জেনে শুনে কম যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেয়ার অর্থ দাঁড়ায় অপেক্ষাকৃত বেশি যোগ্য প্রার্থীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া। আর হার জিতের প্রশ্নে অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও জেনে বুঝে অপেক্ষাকৃত যোগ্য

---

১২. সাহীহুল বুখারী, খ. ৩, পৃ. ১০১৭, হাদীস নং- ২৬১৫ ও সাহীহ মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৯২, হাদীস নং-৮৯

www.pathagar.com

ব্যক্তিকে ভোট দেয়ার অর্থ হলো সত্যের স্বপক্ষে অবস্থান নেয়া। ফলে এই যোগ্যতম ব্যক্তিটি অগত্যা হেরে গেলেও নীতিগতভাবে সত্যের পক্ষে অবস্থান নেয়ার কারণে মিথ্যা সাক্ষ্য দানের দায় এড়ানো সম্ভব হবে।

নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা

এ দুনিয়ায় মানুষের সকল কাজে, তা যত ছোটই হোক কিংবা বড়, কাউকে না কাউকে নেতৃত্ব দিতেই হয়। সামষ্টিক কোন কাজে যেমন নেতৃত্বের প্রয়োজন পড়ে ব্যক্তিগত কাজেও তেমনি নেতৃত্ব লাগে। অর্থাৎ একান্ত ব্যক্তিগত কাজেও কাউকে না কাউকে নেতৃত্ব দিতে হয়। কাজটি যখন ব্যক্তির একান্তই নিজস্ব হয়, তখন তার নেতৃত্ব দেয় সে নিজে তথা তার বিবেক বা মন। এজন্যেই আরবীতে একটা কথা আছে:

اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ وَلَوْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُوْنَ.

(কোন বিষয়ে) ফাতওয়া প্রদানকারীরা যে ফাতওয়াই দিক না কেন, তুমি তোমার বিবেককে (তা) জিজ্ঞেস করে নাও।

অর্থাৎ আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহর অকাট্য দলীল ছাড়া অন্য কোন কিছুই চোখ বন্ধ করে মানা যায় না। বরং একান্ত ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারেও যখন কেউ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়, তখন তার উচিত আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক দ্বারা পরিচালিত হওয়া। এমনকি দুনিয়ার কোন নেতা বা দায়িত্বশীল যদি বিবেকবর্জিত কোন ফায়সালা দেয় তাও তখন অনিবার্যরূপে লংঘন করতে হবে। এমনিভাবে মানুষ যখন কোরআন–সুন্নাহ, সৎ নেতৃত্ব অথবা নিজের বিবেক বুদ্ধি ইত্যাদি কোনটারই আনুগত্য না করে তখন সে অনিবার্যরূপেই অসৎ নেতৃত্ব তথা শাইতানের আনুগত্য বেছে নেয়। মোটকথা ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় সে কোন না কোন নেতৃত্বের অধীন থাকতে বাধ্য। আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহর নীতিমালার ভিত্তিতে যে নেতৃত্ব পরিচালিত হয় তাকে বলা হয় সৎ নেতৃত্ব। আর এর ব্যতিক্রম হলে তাকে বলা হয় অসৎ নেতৃত্ব। ইসলামে সৎ নেতৃত্ব যেমনি জরুরী, এই নেতৃত্বের আনুগত্যও তেমনি জরুরী। মহান আল্লাহ নেতৃত্বের আনুগত্যের ব্যাপারে ইরশাদ করেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الأَمْرِ

www.pathagar.com

مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً.

ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে যারা কর্তৃত্বের অধিকারী তাদের। অত:পর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যার্পণ করো, যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রেখে থাক। এটিই উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।[১৩]

আলোচ্য আয়াতে মু'মিনদেরকে লক্ষ্য করে নেতার আনুগত্যের আদেশ দেয়া হয়েছে এবং সেই আনুগত্যের নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো এই যে, তোমরা যারা মু'মিন তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর আনুগত্য করবে এবং সর্বাবস্থায় তাঁর রাসূলেরও (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্য করবে। এই আনুগত্যের বেলায় কোনরূপ যাচাই-বাছাই বা চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন নেই। কিন্তু সমাজের অন্য যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তোমাদের দায়িত্বশীল তাদেরও আনুগত্য করতে হবে। তবে সে আনুগত্য নির্ভর করে তারা নিজেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্যকারী কিনা তার উপর। অর্থাৎ তারা যদি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আনুগত্যকারী হয় তাহলে তাদের আনুগত্য করাও তোমাদের উপর তেমনি ফারয হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতে আরো দু'টো বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এক. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া দুনিয়ার অন্য কোন নেতা নি:শর্ত আনুগত্য পাওয়ার উপযুক্ত নয়। অতএব শর্তহীনভাবে তাদের আনুগত্য করলে তা হবে বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন। দুই. নেতার অন্যতম দায়িত্ব হলো কোরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামী শারী'আতের সীমারেখা মেনে চলা। এই সীমারেখার বাইরে গেলে তিনি আর অধীনস্থদের আনুগত্য পাওয়ার অধিকার রাখেন না। এমতাবস্থায়ও তিনি আনুগত্য পেতে চাইলে তা হবে তার পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন।

---

১৩. আলকোরআন: সূরা আন্‌নিসা, ৪:৫৯

www.pathagar.com

নেতৃত্বের গুরুত্বের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ من وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ .

আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ইমাম বা নেতা হলেন ঢালস্বরূপ, যাকে সামনে রেখে লড়াই করা যায় এবং আত্মরক্ষা করা যায়।[১৪]

এ হাদীস থেকে নেতা ও নেতৃত্বের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। তবে এই নেতৃত্ব হতে হবে সৎ ও যোগ্য। অন্যথায় তা অধীনস্থদের জন্য ঢাল না হয়ে হবে বোঝা, রক্ষাকবজ না হয়ে হবে ফাঁদ তুল্য।

সৎ নেতৃত্ব কেন লাগবে?

দুনিয়াতে মানব সমাজকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সৎ নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই। নেতার আদর্শ ও আচরণ দ্বারা জনগণ প্রভাবিত হয়। আরবীতে তাই একটি প্রবাদ আছে (اَلنَّاسُ عَلَى دِيْنِ مُلُوْكِهِمْ) অর্থাৎ মানুষেরা তাদের রাজা বাদশাহদের আদর্শের অনুসারী হয়ে থাকে। নেতা সৎ ও চরিত্রবান হলে জনগণের উপর তার প্রভাব পড়ে। আর নেতা চরিত্রহীন ও অসৎ হলে এর প্রভাব থেকেও জনগণ মুক্ত থাকতে পারে না। মানব জীবনে সৎ নেতৃত্বের এত প্রয়োজনীয়তার কারণেই মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন প্রথম মানবকেই একজন সৎ ও যোগ্য মানুষ করে পাঠিয়েছেন এবং তাঁকে নাবুওয়াতের মর্যাদা প্রদান করেছেন। পরবর্তীকালে এরই ধারাবাহিকতায় মানব সমাজের যেখানেই যখন সৎ নেতৃত্বের অভাব দেখা দিয়েছে, এক আল্লাহর দাসত্ব ছেড়ে দিয়ে যখনই মানুষেরা মানুষের প্রভুত্ব বরণ করে নিয়েছে, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের সকলের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে তাদের ভেতর থেকে সর্বাধিক উত্তম ও চরিত্রবান মানুষটিকে তাঁর নাবী বা রাসূল করে তাদের মাঝে প্রেরণ করেছেন। আর এই নাবীর প্রতি তাঁর আদেশ ছিল এই যে, তিনি যেন তাদেরকে সৎ ও চরিত্রবানরূপে গড়ে তোলেন। তাই সৎ নেতৃত্ব সৃষ্টিই ছিল যুগে যুগে নাবী-রাসূলগণের ('আলাইহিমুস সালাম) অন্যতম প্রধান কর্মসূচী। ইরশাদ হয়েছেঃ

---

১৪. সাহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৪৭১, হাদীস নং- ১৮৪১

www.pathagar.com

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

তিনি সেই সত্তা যিনি উম্মীদের মধ্যে তাদেরই ভেতর থেকে একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ শুনান, তাদের জীবন পরিশুদ্ধ ও সুগঠিত করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে সুস্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল।[১৫]

উক্ত আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব তৈরির দায়িত্ব দিয়ে এর উপযুক্ত কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। আর রাসূলের অনুকরণে এটিই হলো সর্বকালের সকল নেতৃত্বের মৌলিক দায়িত্ব।

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবুওয়াত প্রাপ্তির পর সর্ব প্রথম এ কাজেই মনোনিবেশ করেন। মাক্কার অন্ধকারাচ্ছন্ন সেই পরিবেশের মানুষগুলোকেই তিনি আল্লাহ প্রদত্ত বিধানের আলোকে সৎ, চরিত্রবান ও যোগ্যতম করে গড়ে তুলেছিলেন। জাহিলী যুগে যারা ছিল নেতৃস্থানীয় তারাই এবার সৎচরিত্রবান হয়ে ইসলামের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হলো। তাঁদের নেতৃত্বে অর্ধ পৃথিবী জুড়ে স্থাপিত হলো ইসলামের সুমহান রাজ। বিদূরিত হলো যাবতীয় কলহ-বিদ্বেষ, মারামারি-হানাহানি আর যুলুম-অত্যাচার।

সৎ নেতৃত্ব যে কোন কল্যাণ রাষ্ট্রের অন্যতম পূর্বশর্ত

যে কোন ভূখণ্ডে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য দু'টো অন্যতম পূর্বশর্ত রয়েছে। আর তা হলো– এক. একদল সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব। দুই. সেই নেতৃত্বের প্রতি অধিকাংশ জনগণের পূর্ণ সমর্থন ও আনুগত্য। অসৎ নেতৃত্বের আনুগত্যের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ হয় না। আবার আনুগত্যহীন সৎ নেতৃত্বের পক্ষেও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তাই কোন রাষ্ট্রে যখন একসঙ্গে এরূপ নেতৃত্ব ও আনুগত্যের সমাহার ঘটে তখন তাকে বলা হয় কল্যাণ রাষ্ট্র। কেননা সেখানে তখন কল্যাণের ফলগুধারা বয়ে যেতে থাকে। আর যে রাষ্ট্রে এরূপ নেতৃত্ব ও আনুগত্য মহান আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয় তাকেই বলে

---

১৫. আলকোরআনঃ সূরা আলজুমু'আহ, ৬২:২

www.pathagar.com

ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র। যেই রাষ্ট্রের নমুনা ছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে গঠিত মাদীনার ইসলামী রাষ্ট্র।

সকল প্রার্থীই তো অসৎ, তাহলে কী করব?

অনেকে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন যে, সৎ প্রার্থীকে ভোট দেয়ার গুরুত্বের ব্যাপারে আমাদের কোন সংশয় নেই। কিন্তু সৎ প্রার্থীর যে খুবই অভাব, সকল প্রার্থীই যে অসৎ, এমতাবস্থায় কী করা উচিত? আলকোরআনে পাপ এবং সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা না করার যে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তাতে এসব প্রার্থীদের সকলকেই ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকা উচিত নয় কি? এ ধরনের প্রশ্নের জবাবে বলতে চাই– বিশ্বময় স্বীকৃত ও চলমান এই ভোটের রাজনীতি বহাল রেখে আমি আর আপনি তথা মুষ্টিমেয় কতক ব্যক্তি ভোট প্রার্থীদের সততার দোহাই দিয়ে যদি ভোট দান থেকে বিরত থাকি, তাহলে সততার বিজয় তো হবেই না, বরং অসততা আরো অধিক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে। এমনকি এটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং সাংবিধানিক বৈধতাও পেয়ে যাবে। তাছাড়া যে অঞ্চলের যারা নাগরিক তাদেরই ভেতর থেকে কাউকে না কাউকে দায়িত্বশীল বানিয়ে সমাজ পরিচালনা করতে হবে। তাদের মধ্যে সৎ গুণাবলীর অভাব থাকলে তা দূর করার প্রয়াস চালাতে হবে। কোন ভিনদেশী কিংবা অন্য এলাকার লোক উন্নত চরিত্র নিয়েও এই এলাকায় এসে কর্তৃত্ব করতে পারবে না।

এ কারণেই মানব ইতিহাসের প্রথম থেকেই নেতৃত্বের বেলায় মহান আল্লাহর রীতি ছিল এই যে, তিনি স্ব স্ব জাতির মধ্য থেকে একজনকে তাদের নেতৃত্ব দানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন। যিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং তাদের কাছে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে এ দায়িত্বই প্রদান করা হয়েছিল যে, তাঁরা যেন এরূপ উন্নত নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন নেতৃত্ব তৈরির চেষ্টা চালান। যদিও পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত অসৎ নেতৃত্ব কখনোই তাঁদের নেতৃত্বকে মেনে নিতে রাজি হয়নি। কাজেই আসমান থেকে ফেরেশতা এসে আমাদের নেতৃত্ব দেবে না। এটা কার্যত অবাস্তব, অযৌক্তিক এবং অগ্রহণযোগ্য। আমাদের নেতৃত্ব দেয়ার জন্য আমাদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত সৎ ও যোগ্য তাদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। আর আমাদেরকেও দ্বিধাহীন চিত্তে তাদেরই হাতে নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে।

www.pathagar.com

উদাহরণ স্বরূপ, একজন শিক্ষক যদি ভাবেন যে, আমার এ ক্লাসে কোন ছাত্রই তত বেশি মেধাবী নেই, কাজেই তাদের মধ্যে কেউই রোল নম্বর এক বা (First Boy) হওয়ার উপযুক্ত নয়। তাহলে তিনি কেবল তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল ছাত্রটিরই অধিকার নষ্ট করলেন না, বরং ঐ ক্লাসের সব ছাত্রদেরই ভাল হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর এই আচরণ কিছুতেই গ্রহণযোগ্য কিংবা বাস্তবসম্মত হতে পারে না। ঐ ক্লাসের কেউই যদি First Class পাওয়ার উপযুক্ত না হয়ে থাকে তাহলে তাদেরই ভেতর থেকে কেউ না কেউ Second Class First অথবা Third Class First হলেও হবে। অর্থাৎ যে ব্যাচে যারা প্রতিযোগী তাদেরই ভেতর থেকে একজন প্রথম বলে গণ্য হবে এবং পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত হবে। আর তারই গলায় সকলে মিলে সানন্দচিত্তে নেতৃত্বের মালা পরাবে।

এমতাবস্থায় অন্য ক্লাসের কোন ভাল ছাত্রের সাথে কিংবা অন্য স্কুলের কোন ভাল ছাত্রের সাথে তুলনা করে তাকে তার পজিশন থেকে বঞ্চিত করার কোন সুযোগ নেই। সম্ভবতঃ এ অর্থেই বাংলায় একটা প্রবাদ আছে– 'যে বনে বাঘ নেই সেখানে শিয়ালই বাঘ'। এই প্রবাদে বনের বাঘ বলতে বনের নেতাকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যেই বনে যারা আছে সেখানে তাদেরই ভেতর থেকে একজন বাঘ বা নেতা বলে বিবেচিত হবে।

এতএব, কেউই সৎ নেই এ কথার দোহাই দিয়ে ভোট দান থেকে বিরত থাকলে সৎ নেতৃত্বের শূন্যতা সৃষ্টি হবে এবং অসৎ নেতৃত্ব আসন গেড়ে বসবে। সৎ মানুষেরা কোনঠাসা হয়ে পড়বে, তারা নিজেরাও সুবিধা বঞ্চিত হবে এবং অন্যরাও তাদের ব্যাপারে আস্থাহীন হয়ে যাবে। আর নীতি নৈতিকতা ও আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে হলেও সকলেই নিজের অধিকারটুকু রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এভাবে সমাজের সর্বত্র বিশৃংখলা ও উচ্ছৃংখলতা ছড়িয়ে পড়বে। জোর যার মুল্লুক তার– এ নীতি কায়েম হবে। মানুষের মধ্যে সৎ হওয়ার আকাংখা এবং সৎ থাকার মানসিকতাও লোপ পেয়ে যাবে। বরং এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে কোন মূল্যে ও যে কোন পন্থায় নেতৃত্বে যাওয়ার এবং অতঃপর যে কোন মূল্যে ও যে কোন পন্থায় নেতৃত্বের আসনে টিকে থাকার প্রতিযোগিতাই তৈরি হবে। যে যত বেশি অসৎ সেই তখন প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাবে। আর এভাবেই সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় শিক্ষা চূড়ান্তরূপে অবলুপ্ত হতে থাকবে।

www.pathagar.com

কারো ভোটে নির্বাচিত ব্যক্তির কৃতকর্মের দায়ভার উক্ত ভোটদানকারীর উপরও বর্তায়

ইসলাম সুখী, সুন্দর ও সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। এ কারণেই উপযুক্ত নেতা নির্বাচন ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত সমাজ বিনির্মাণে নেতার অবদান যেমন উল্লেখযোগ্য, সামাজিক মূলবোধকে ধ্বংসের বেলায়ও তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সুতরাং এই নেতৃত্ব নির্বাচনে যারা ভূমিকা পালন করে থাকেন, সংশ্লিষ্ট নেতার কৃতিত্ব এবং ব্যর্থতায়ও তারা সমানভাবে অংশীদার। অর্থাৎ নেতার সঠিক নেতৃত্বের কারণে সমাজ ও জাতির যে উন্নতি সাধিত হয়, তার জন্য নেতা যেমনি প্রশংসার যোগ্য, যারা তাকে নেতৃত্বের জন্য বাছাই করেছে তারাও এর জন্য সাধুবাদ পাওয়ার উপযুক্ত। আবার অসৎ নেতৃত্বের কারণে সমাজের যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়, তার দায়ভারও শুধু ঐ অসৎ নেতার উপরই বর্তায় না, বরং তার সমর্থক জনগোষ্ঠির উপরও বর্তায়। এমনকি এই অসৎ নেতৃত্বের হাত ধরে সমাজে যেসব অপকর্মের ধারা চালু হয় এর দায়ভার থেকেও তারা মুক্ত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসে একথার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন:

> مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كان عليه وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.
>
> যে ব্যক্তি ইসলামের কোন ভাল কাজ সম্পাদন করল, সে তার প্রতিদান পাবে এবং যারা তার দেখাদেখি পরবর্তীতে সেই ভাল কাজটি করল, তাদের প্রতিদানে কোন কমতি না করেই সমান প্রতিদান তাকেও দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ করল, সে তার শাস্তি পাবে এবং তার দেখাদেখি সেই মন্দ কাজটি আরো যারা করল, তাদের শাস্তিতে কোন কমতি না করেই সমান শাস্তি তার আমলনামায়ও লেখা হবে।[১৬]

---

১৬. সাহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ৭০৫, হাদীস নং- ১০১৭

www.pathagar.com

আলকোরআনেও তাই মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট ঘোষণা হলো–

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

আর নেক কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে একে অপরের সাথে সহযোগিতা কর। গোনাহের কাজ ও বাড়াবাড়িতে একে অপরকে সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় করে চল। নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠোর।[১৭]

নির্বাচনে ভোট প্রদানের ব্যাপারে এ আয়াতে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা রয়েছে। কেননা যোগ্য প্রার্থীকে তার প্রার্থিত পদে সহযোগিতা করা এবং অযোগ্য প্রার্থিকে তার প্রার্থিত পদে সহযোগিতা না করা সকলের সামষ্টিক দায়িত্ব। দেশ ও জাতির কল্যাণে এটি দল মত নির্বিশেষে সকলেরই লক্ষ্য হওয়া উচিত। উদাহরণ স্বরূপ, বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে দলীয় প্রার্থিতার ব্যাপারে সকলেই যদি এই এক ও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতো তাহলে সকল দলের সৎ ব্যক্তিদের সমাহার ঘটত জাতীয় সংসদে। আর এর সুফল পেত সকল দলের সকলেই। কেননা কোন দলেরই সকলে খারাপ নয়। আবার সব দলেরই সবাই ভাল নয়। এমতাবস্থায় কোন এলাকায় যে দলের প্রার্থীই অপেক্ষাকৃত সৎ ও যোগ্য, যদি সকলে মিলে সেখানে তাঁকেই ভোট দেয়া হয় তাহলে তিনিই জিতে যাবেন। এভাবে প্রত্যেক এলাকারই অপেক্ষাকৃত ভালো লোকটি হবেন সেই এলাকার জনগণের প্রতিনিধি। ফলে জাতীয় সংসদ হবে সকল দলের ভালো লোকদের এক সম্মিলন কেন্দ্র। আর এভাবে একটি ভারসাম্যপূর্ণ বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণও সম্ভবপর হবে।

ভাল কাজ নিজে করা এবং অন্যকে করতে সহযোগিতা করা যেমন জরুরী, মন্দ কাজ নিজে না করা এবং অন্যকে করতে না দেয়াও তেমনি জরুরী। আলকোরআনের ভাষায় মু'মিন নর-নারীরা একে অপরের বন্ধু। তারা পরস্পরকে ভাল কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। অন্যায় থেকে বিরত করার পরও যারা সীমা লংঘন করে, তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি দেন। আর যারা তাদেরকে বিরত করেছিল, তারা ঠিকই শাস্তি থেকে মাফ পেয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন:

---

১৭. আলকোরআন: সূরা আলমায়িদাহ, ৫:২

www.pathagar.com

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَأَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ. فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ.

অবশেষে যখন তারা ঐ হিদায়াতকে একেবারেই ভুলে গেল, যা তাদের মনে করিয়ে দেয়া হয়েছিল তখন আমি ঐসব লোককে রক্ষা করলাম, যারা বদ কাজ থেকে নিষেধ করত। আর বাকী সব লোক যারা যালিম ছিল, তাদেরকে তাদের নাফরমানীর কারণে কঠিন আযাব দিয়ে পাকড়াও করলাম। তারপর যখন তারা পুরা দাপটের সাথে ঐ কাজই করতে লাগলো যা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, তখন আমি তাদেরকে বললাম: তোমরা বানর হয়ে যাও অধম ও অপমানকর অবস্থায়।[১৮]

এ আয়াতের আলোকে ভোট দানের বেলায় যে বিষয়টি বিবেচ্য তা হলো– ভোট দেয়ার সময় অনেকে মনে করেন যে, অমুক প্রার্থী নি:সন্দেহে ভাল এবং তাকেই ভোট দেয়া উচিত। তবে সে বা তার দল তো আর ক্ষমতায় যাচ্ছে না। কাজেই অমুক প্রার্থী খারাপ হলেও যেহেতু তারাই ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই তাকেই ভোট দিতে হবে। কিন্তু এ ধারণা মূলত:ই বেঠিক। বরং সৎ ও যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দিয়ে সততার পক্ষে থাকার কারণেই আল্লাহর শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই প্রার্থী ক্ষমতায় গেল কি গেল না তা বিবেচ্য বিষয় নয়। আর সকলে মিলে একসঙ্গে এভাবে সৎ প্রার্থীদের পক্ষ নিলেই তো তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে।

এ প্রসংগে আরো উল্লেখ্য যে, নিজে হারাম কাজ করা আর অন্যকে হারামের সুযোগ করে দেয়া এক নয়। যদিও দু'টোই খারাপ বা নিষিদ্ধ, তথাপি প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টির ক্ষতিকর প্রভাব অনেক অনেক বেশি। নিজে একাকী কোন হারাম কাজে লিপ্ত হলে তার প্রতিফল কেবল নিজের উপর বর্তায়। কিন্তু জেনে শুনে অন্যকে হারামের সুযোগ করে দিলে এর প্রভাব কেবল তার উপরই বর্তায় না বরং যিনি এ সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেন তিনিও সমান ভাগী হন। তাছাড়া ঐ হারাম কাজটি তখন সামাজিকভাবে স্বীকৃতি পেয়ে যায়। আর তখন দেখাদেখি আরো অনেকে হয়ত তা করতে শুরু করে দেয়।

---

১৮. আলকোরআন: সূরা আলআ'রাফ, ৭:১৬৫-১৬৬

www.pathagar.com

ভোট বা রায় প্রদানে বিবেচ্য বিষয়

নাবী রাসূলগণের কথা বাদ দিলে অন্যান্য মানুষেরা কেউই সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ নয়। এমনকি কোন এক দিক দিয়েও কোন মানুষই শতভাগ পরিপূর্ণ নয়। সকল পরিপূর্ণতাই কেবল আল্লাহর জন্য। মানুষদেরকে তাদের এই অপরিপূর্ণতা নিয়েই মানব সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল এই নেতৃত্বের জন্য আমরা কাদেরকে বাছাই করবো? নিজেদের নেতা বানাবার জন্য আমরা কাদেরকে ভোট দেব? কাদের পক্ষে রায় দেব? কিংবা এক্ষেত্রে আমাদের কাছে বিবেচ্য বিষয় কী হওয়া উচিত? নিম্নে আমরা এ সংক্রান্ত কিছু মৌলিক গুণের বিষয়ে আলোকপাত করব:

- আল্লাহভীতি: আল্লাহভীতি বা আল্লাহর ভয় হলো মানুষের এমন একটি মৌলিক গুণ যে গুণ থাকলে মানুষ দায়িত্ব সচেতন হয়। নিজেকে ক্ষমতাধর মনে করে না। সকলের উপরে মহান আল্লাহর কর্তৃত্বকে সদা স্মরণ রাখে। ফলে তার দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহার হয় না। অথবা সে জ্ঞাতসারে অন্য মানুষের কোন ক্ষতি করতে চেষ্টা করে না। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহভীতি হচ্ছে এমন এক গুণ যা মানুষকে সর্বদা সোজা পথে থাকতে সহযোগিতা করে। কোন অবস্থায়ই সে বিচ্যুতও হয় না, লজ্জিতও হয় না। আলকোরআনে তাই এ ধরনের লোকদেরকে মহান আল্লাহর কাছে অধিক সম্মানিত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে:

> يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
>
> হে মানব সমাজ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন কাওম ও গোত্র বানিয়ে দিয়েছি, যাতে তোমরা একে অপরকে (ঐসব নামে) চিনতে পারো। আসলে আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে তারাই বেশি সম্মানিত, যারা তোমাদের মধ্যে বেশি (আল্লাহভীতি সম্পন্ন) তাকওয়াবান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।[১৯]

---

১৯. আলকোরআন: সূরা আলহুজুরাত, ৪৯:১৩

www.pathagar.com

- জবাবদিহিতা: জবাবদিহিতার গুণ থাকলে মানুষ নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে সদা তৎপর থাকতে পারে। ক্ষমতার যথেচ্ছা প্রয়োগ করার মাধ্যমে সে কখনো অন্য মানুষের অকল্যাণ করতে পারে না। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিজের প্রতিটি পদক্ষেপে ভুল-ত্রুটির আশংকায় সাবধান থাকে। তার দ্বারা তখন তার নিজের কিংবা অপরের কোন ক্ষতির আশংকা থাকে না। তার কথাবার্তা হয় শালীন এবং কাজ কর্মও হয় মার্জিত। কোন কারণে তার দ্বারা কোন ভুল হয়ে গেলে সে অনায়াসে সে ভুল স্বীকার করে নেয়। এর ফলে মানুষের মাঝে তার গ্রহণযোগ্যতা আরো বৃদ্ধি পায়।
- বিচক্ষণতা: নেতার মধ্যে বিচক্ষণতার গুণ থাকলে তিনি কখনো কোন অন্যায় পদক্ষেপ নিতে পারেন না। তিনি সর্বদা দেশ ও জাতির জন্য যা কল্যাণকর এমন সিদ্ধান্তই নিয়ে থাকেন। আর যাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামগ্রিক অকল্যাণ নিহিত রয়েছে, তিনি সুকৌশলে তা এড়িয়ে চলেন। ফলে তার কারণে জাতি কখনো অনাকাংখিত কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় না। আর এর জন্য তাকেও কখনো লজ্জিত হতে হয় না।
- ধৈর্যশীলতা: একজন নেতাকে হতে হবে পরম ধৈর্যশীল। সামান্য কারণে তিনি অধৈর্য হয়ে গেলে তার দ্বারা কোন কল্যাণ আশা করা যায় না। ধৈর্যহীন হলে জীবনের পদে পদে বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত হতে হয়। সমাজ জীবনে নেমে আসে অবিশ্বাস আর অশ্রদ্ধার পাহাড়। মানুষ তখন স্বার্থপর হয়ে যায়। পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ অবশিষ্ট থাকে না। দায়িত্বশীল অধৈর্য হলে তার প্রতি জনগণের আস্থা থাকে না। জনগণের সাথে তার দূরত্ব ক্রমেই বাড়তে থাকে। অবশেষে নিজের অজান্তেই সে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তাই এ ধরনের ধৈর্যহীন ব্যক্তি দায়িত্বশীল হলে জাতির জীবনে চরম দুর্ভোগ নেমে আসে।
- পরমতসহিষ্ণুতা: দায়িত্বশীল কখনো অহংকারী হবেন না। অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে সর্বজান্তা মনে করে। নিজের মতকেই একমাত্র সঠিক জ্ঞান করে। অপরের মতের প্রতি তার আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধ থাকে না। এমতাবস্থায় তার সাথে অন্যদের দূরত্ব বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে এটি পরস্পরের মাঝে শত্রুতার সৃষ্টি করে। তাই একজন নেতাকে অবশ্যই অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। আর তাহলেই তার মতকেও অন্যরা অতি সহজেই

www.pathagar.com

লুফে নেবে। এমনকি এই ধরনের নেতার দেয়া রায়কে তার বিপক্ষীয় লোকেরাও অকপটে মেনে নেয়।

- দূরদর্শিতা: যোগ্য নেতা যিনি তিনি হবেন দূরদর্শিতার অধিকারী। তার দ্বারা কখনো কোন দায়িত্বহীন ও অপরিণামদর্শী কাজ হবে না। শুধু আবেগের বশবর্তী হয়ে তিনি কখনো কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন না। তার প্রতিটি পদক্ষেপ হবে সুচিন্তিত। শুধু এই মূহুর্তের ভাল-মন্দ দেখেই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না, বরং তার দৃষ্টি হবে সুদূর ভবিষ্যত পর্যন্ত বিস্তৃত।

উপরোক্ত গুণগুলো বিবেচনায় রেখেই আমাদেরকে নিজেদের নেতা নির্বাচন করতে হবে। নেতার অতীত ইতিহাস, বাস্তব কর্ম ও আচরণ ইত্যাদি সবই এক্ষেত্রে আমাদেরকে বিবেচনায় রাখতে হবে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, প্রকাশ্যে ইসলামের বুলি আওড়ানো আর বাস্তবে ইসলামের অনুসারী (Practicing Muslim) হওয়া এক কথা নয়। শুধু বাহ্যিক বেশ-ভূষা কিংবা তিনি কোন্ দল করেন ইত্যাদি- এগুলোই তার যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি হওয়া উচিত নয়। বরং উপরোল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর কথা মাথায় রেখে আমরা যদি আমাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করি, তাহলেই আমরা আমাদের কাংখিত দায়িত্বশীল খুঁজে পাব।

ভোট গ্রহণ ও প্রদান প্রক্রিয়াও পরামর্শ গ্রহণের নামান্তর

ভোট গ্রহণ মানেই হলো কোন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যক্তির পরামর্শ জানতে চাওয়ার উদ্দেশ্যেই ভোট গ্রহণ করা হয়। আর ভোট প্রদানও করা হয় পরামর্শ দেয়ার উদ্দেশ্যেই বা নিজের মতামত জানাবার লক্ষ্যেই। তাই আমাদের কাছে কেউ মৌখিকভাবে পরামর্শ চাইলে আমরা যেভাবে গুরুত্বের সাথে তাকে পরামর্শ দিয়ে থাকি, তেমনি লিখিতভাবে গোপনে মতামত চাইলেও তাকে কম গুরুত্ব দেয়ার কোন সুযোগ নেই।

ইসলামের স্বর্ণযুগে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে পরামর্শ নেয়ার যে প্রথা ছিল এবং আলকোরআন ও আস্‌সুন্নাহয় যে পরামর্শের ব্যাপারে জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে, আধুনিককালে সেই পরামর্শটিই ভোটের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রের সীমানা সম্প্রসারণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এখন আর আগের মতো কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ডেকে এনে অথবা তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরামর্শ গ্রহণ করা সহজও নয় এবং সমীচীনও নয়। তাছাড়া আজকাল সুচিন্তিত

www.pathagar.com

মতামতের অধিকারী অনেক সুধীজন দেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে রয়েছেন, যাদের মধ্যে অনেকের তেমন উল্লেখযোগ্য সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচিতি নেই। আর তাই এখন সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, গোলটেবিল আলোচনা, সাক্ষাৎকার গ্রহণ কিংবা বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে চিন্তাশীল সুধীজনের মতামত সংগ্রহ করা হয় এবং আপামর জনসাধারণের মতামত গ্রহণের জন্য ভোটাভুটির আয়োজন করা ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। ইসলামে পরামর্শ গ্রহণের যে নির্দেশ আমরা দেখতে পাই, তারই বিকল্প হিসেবে আজকাল ভোটের এ আয়োজন করা হয়ে থাকে। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের সময়ে এই পরামর্শ গ্রহণ প্রথা চালু ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে পরামর্শ গ্রহণের উদাহরণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী দ্বারা পরিচালিত। ধর্মীয় বিধিবিধান এবং পারলৌকিক বিষয়াদিতে তিনি সচরাচর ওহীর জ্ঞানের মাধ্যমে ফায়সালা করতেন। তাই নতুন কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে কখনো কখনো তাকে ওহী আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে দেখা যেত। এমনকি কখনো কখনো তিনি আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। তবে বৈষয়িক বিভিন্ন বিষয় তথা যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদির বেলায় তিনি ওহীর জ্ঞানের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করে থাকতেন। এমনকি এক্ষেত্রে অনেক সময় তিনি নিজের মতের বিপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠদের মতকে প্রাধান্যও দিয়েছেন। এমনকি সামষ্টিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সাহাবীদের আবেগ-অনুভূতির প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করতেন। যেমন ওহুদ যুদ্ধে শহরের ভেতরে থেকেই শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করা হবে নাকি বাইরে গিয়ে তাদের সংগে যুদ্ধে লিপ্ত হবেন- এ নিয়ে পরামর্শ গ্রহণের সময় তাঁর নিজের মতের বিপক্ষে অধিকাংশ সাহাবীর মত হওয়ায় তিনি তা অকপটে মেনে নেন। তাছাড়া বদরের যুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে সাহাবীগণ তাদের যে আবেগ প্রকাশ করেছিলেন তাকেও তিনি যথার্থ গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন। এভাবে আরো বিভিন্ন যুদ্ধ, সন্ধি ইত্যাদিতে তিনি নিজ সাহাবীদের মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সাহাবীদের সময়ে পরামর্শ গ্রহণের উদাহরণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর সাহাবীগণ রাষ্ট্রপরিচালনা ও অন্যান্য সকল কাজে পরস্পরের মাঝে পরামর্শের ভিত্তিতে

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। আবু বাকর (রা.), 'উমার (রা.), 'উসমান (রা.) ও 'আলী (রা.) প্রমুখ সাহাবী নিজ নিজ শাসনামলে পরামর্শ করেই রাষ্ট্রীয় সকল কার্যাদি সম্পাদন করতেন। আবু বাকর (রা.) কোন সমস্যার সমাধানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহয় কোন উদাহরণ না পেলে সেই সময়ের শীর্ষস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে ডেকে তাঁদের পরামর্শ নিতেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ সাহাবীগণের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ করতেন। এছাড়া নবীনদের মধ্য থেকে তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাসকে (রা.) পরামর্শে শামিল করতেন।

'উসমান ইবন 'আফফান (রা.) এবং 'আলী ইবন আবী তালিব (রা.) সহ অন্যান্য সকল সাহাবীই আলকোরআন এবং আস্‌সুন্নাহর পর পরামর্শকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতেন।

সামষ্টিক বিষয়ে পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ

ইসলাম যে কোন সামষ্টিক বিষয়ে পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেছে। পরিবার, সমাজ, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র ইত্যাদি পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলাম পরামর্শ গ্রহণের জোর তাকিদ দিয়েছে। তাই পরিবারের প্রধান পরিবারের সদস্যদের সাথে পরামর্শ করবেন। সংগঠনের প্রধান সংগঠনের কর্মীদের সাথে পরামর্শ করবেন। আর এমনিভাবে প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং রাষ্ট্রপ্রধানগণও।

পরামর্শ হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ শার'ঈ বিধান। অন্যসব শার'ঈ বিধানের মতো এই বিধানেও নিহিত রয়েছে প্রভূত কল্যাণ। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরাসরি ওহী দ্বারা পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহ তাঁকে তাঁর সাথীদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়ার আদেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ.

> আর সামষ্টিক বিষয়ে আপনি তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অত:পর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনি দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলে তা বাস্তবায়নে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে নেমে পড়ুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওয়াক্কুলকারীদের পছন্দ করেন।[২০]

---

২০. আলকোরআন: সূরা আলি 'ইমরান, ৩:১৫৯

www.pathagar.com

এখানে সামষ্টিক বিষয়াদিতে সংশ্লিষ্টদের সাথে পরামর্শ করার আদেশ দেয়া হয়েছে। অত:পর পরামর্শের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর অটল অবিচল থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আল্লাহর উপর ভরসা করতে বলা হয়েছে এবং যারা আল্লাহর উপর ভরসা করেন তাঁদেরকে তিনি পছন্দ করেন বলে জানানো হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, পরামর্শভিত্তিক চলার উপর মহান আল্লাহর অনুমোদন ও সহযোগিতা রয়েছে।

অন্যত্র মহান আল্লাহ মু'মিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُوْرَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُوْنَ.

আর যারা তাদের রবের হুকুম মেনে চলে ও সালাত কায়েম করে এবং তাদের সামষ্টিক বিষয়গুলো পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিষ্পন্ন হয়। আর আমি তাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে তারা খরচ করে।[২১]

এ আয়াতের বর্ণনাভংগি থেকে সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, মু'মিনদের এ গুণটি মহান আল্লাহর কাছে অত্যধিক পছন্দনীয়। তাই তিনি এ গুণটির প্রতি অন্যান্য মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তা এভাবে উল্লেখ করেছেন।

অতএব, জীবনের সকল ক্ষেত্রে যে কোন সামষ্টিক বিষয়ে পরামর্শ প্রদান ও গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। বিশেষ করে নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পরামর্শ প্রদান ও গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এরই আধুনিক রীতি হলো ভোট গ্রহণ ও ভোট প্রদান।

মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চাওয়া যাবে না

ভোট চাওয়ার ক্ষেত্রে ভোটারের কাছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়ার প্রবণতা অনেকের মাঝেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইসলামী শারী'আতের দৃষ্টিতে এটি এক জঘণ্য অপরাধ। কারো কারো আর্থিক দুর্বলতার সুযোগে তাদেরকে সাময়িক সুবিধা দিয়ে ভোট আদায়ের চেষ্টা করা কিংবা ভবিষ্যতে তাদেরকে কোন সুযোগ-সুবিধা দেয়ার মিথ্যা অঙ্গীকার করে তাদের ভোট নিজের পক্ষে নেয়া ইসলামী শারী'আতের দৃষ্টিতে মারাত্মক পাপ হিসেবে গণ্য। মহান আল্লাহ বলেন:

---

২১. আলকোরআন: সূরা আশ্‌শূরা, ৪২:৩৮

www.pathagar.com

وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً.

সুন্দর উপায়ে ছাড়া ইয়াতীমের মালের কাছেও যেয়ো না, যতদিন না সে যুবক বয়সে পৌঁছে। আর ওয়াদা পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই ওয়াদার ব্যাপারে (তোমাদেরকে) জিজ্ঞাসা করা হবে।[২২]

অর্থাৎ মিথ্যা প্রলোভন দেয়ার মাধ্যমে ইয়াতীমের নেতৃত্ব নিজের কাধে তুলে নিও না। আর যা ওয়াদা কর তা অবশ্যই পূরণ করবে। কেননা প্রতিটি ওয়াদার ব্যাপারেই তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

আল্লাহর নাবী দাউদ 'আলাইহিস সালাম তাঁর এক বাণীতে ইরশাদ করেন:

وَلاَ تَعِدْ أَخَاكَ ثُمَّ لاَ تُنْجِزْ لَهُ فَإِنَّهُ يُوَرِّثُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً.

তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে এমন কোন ওয়াদা করো না যা তুমি রক্ষা করতে পারবে না। কেননা এতে তোমার এবং তার মাঝে শত্রুতা তৈরি হবে।[২৩]

এমনিতে সাধারণভাবে কোন প্রশাসনিক পদের জন্য নিজে প্রার্থী হওয়া বা ভোট চাওয়া ইসলামে বৈধ নয়। কিন্তু যখন অন্যরা তাকে প্রার্থী হওয়ার জন্য মনোনয়ন দেয়, তখন আবার যে কোন মূল্যে মিথ্যা ওয়াদা করে হলেও অন্য প্রার্থীদের হারিয়ে নিজে নির্বাচিত হয়ে আসার প্রাণান্তকর চেষ্টা করা- এটিও ইসলামী শারী'আতের দৃষ্টিতে এবং মানবতার দৃষ্টিতে অন্যায় বৈকি।

ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধি সকলেরই প্রতিনিধি

ভোটাভুটির মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি শুধু তাদেরই প্রতিনিধি নন, যাদের ভোটে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। বরং যারা তার বিপক্ষীয় প্রার্থীকে ভোট দিয়েছিলো এবং যাদের ভোট ছাড়াই তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন তাদেরও তিনি প্রতিনিধি। এমনকি যারা তার বিরুদ্ধে ভোটযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, তাদেরকে হারিয়ে নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পর তাদেরও তিনিই প্রতিনিধি।

তাই এই নির্বাচিত প্রতিনিধি সরকারে গেলেও যেমন সকল জনগণের কল্যাণের

---

২২. আলকোরআন: সূরা আলইসরা, ১৭:৩৪

২৩. জামি' মা'মার ইবন রাশিদ আল আযদারী, খ. ১১, পৃ. ৩০০, হাদীস নং- ২০৫৯৩

www.pathagar.com

কথা চিন্তা করবেন। সরকার বিরোধী শিবিরে থাকলেও তেমনি তিনি কারো অকল্যাণ করতে বা চাইতে পারবেন না। কেননা তার কাছ থেকে কেবল কল্যাণ প্রাপ্তির লক্ষ্যেই তাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। এমনকি যারা তাকে ভোট না দিয়ে অন্যকে দিয়েছিলো তাদেরও লক্ষ্য ছিল কল্যাণ। তাছাড়া জনগণের কল্যাণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েই তিনি তাদের ভোট চেয়েছিলেন, অকল্যাণ নয়। সুতরাং তার স্থলে যদি অন্য প্রার্থী নির্বাচিত হতেন তাহলে তার বেলায়ও ঐ একই কথা প্রযোজ্য হত। এজন্যেই ইসলাম সকল প্রার্থীর কাছেই এই সৌজন্যটুকু আশা করে যে, তারা নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর যিনি বিজয়ী হয়েছেন তার শুভ কামনা করবে এবং তাকে তার দায়িত্ব পালনে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেবে।

উপসংহার

পরিশেষে নিম্নোক্ত সারসংক্ষেপ উপস্থাপনের মাধ্যমে আমি পুস্তিকাটির সমাপ্তি টানতে চাই:

- কোন বিষয়ে মতামত প্রদানের শারী'আত সম্মত আধুনিক পদ্ধতি হলো ভোট।
- ভোট গ্রহণ ও ভোট প্রদান একটি সুস্পষ্ট আমানাত।
- এ আমানাতের যথাযথ সংরক্ষণ করা প্রত্যেক ব্যক্তির ঈমানী দায়িত্ব।
- ইহলোকে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের কোন বিকল্প নেই।
- সৎ নেতৃত্ব এবং সেই নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য যে কোন কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য অন্যতম পূর্বশর্ত।
- সৎ নেতৃত্ব বাহির থেকে আমদানী করার বিষয় নয়, যে সমাজে যখন যারা বসবাস করেন তাদেরই ভিতর থেকে অপেক্ষাকৃত সৎ ব্যক্তিরাই নেতৃত্বের উপযুক্ত।
- প্রার্থীদের অসততার দোহাই দিয়ে ভোট দান থেকে বিরত থাকার কোন সুযোগ নেই।
- নেতার কৃতকর্মের দায়ভার তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচনকারীরা কোন মতেই এড়াতে পারে না।
- সৎ নেতৃত্ব নির্বাচনের জন্য তাই সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

www.pathagar.com

- মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে অথবা যেনতেন উপায়ে ক্ষমতায় যেতে চাওয়া শারী'আতের দৃষ্টিতে অন্যায়।

মহান আল্লাহর কাছে কামনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে অত্যন্ত সচেতনতার সাথে ভোট প্রদানের আমানাত আদায় করার তাওফীক দেন। আমীন!!

وَصَلَّى اللهُ وَ سَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ
وَ مَنِ اتَّبَعَ هُدَاهُ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. وَ آخِرُ دَعْوَانَا أَنِ
الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.pathagar.com

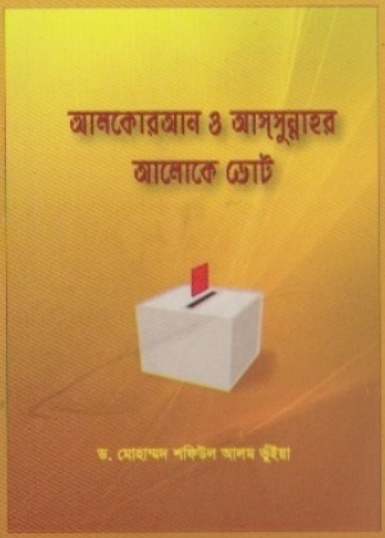

দি ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাডি ফোরাম
ঢাকা